দৈনিক বাংলা

তারিখ 4/2/79
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

61

# ভুয়া শিক্ষক পরিচয় দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ঃ টাকা আত্মসাৎ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঠাকুরগাঁ, ২রা ফেব্রুয়ারী।— ঠাকুরগাঁ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তনে কিছুসংখ্যক লোক ভুয়া শিক্ষক পরিচয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং প্রশিক্ষণকালীন বেতনের অর্থ আত্মসাৎ করছেন বলে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ঠাকুরগাঁ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তনে বর্তমান শিক্ষা বছরে যাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ভর্তি করা হয় তাদের একটি নিখুঁত অংশ হলো বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। থানা শিক্ষা অফিসার এই সমস্ত শিক্ষকদের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। এই ধরনের চাকরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হলো প্রায় ১৪০ জন।

কিন্তু কিছুদিন আগে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আসে যে এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ভুয়া শিক্ষক পরিচয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং প্রশিক্ষণকালীন বেতনের অর্থ আত্মসাৎ করছেন। আরো জানা গেছে, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ঠাকুরগাঁ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তনের তত্ত্বাবধায়ক সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের নিয়োগপত্র, সার্ভিস বুক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে নির্দেশ দেন।

এই নির্দেশ পাওয়ার পর ৩ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষায়তন থেকে পালিয়ে যান এবং অনেকে তাদের কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে আরো কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী তাদের নিয়োগপত্র দেখাতে সক্ষম হলেও ১৪ জন তাদের চাকরির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি এমনসব কাগজপত্র দেখিয়েছেন যা একেবারেই জাল।

এদিকে শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ যেসব শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী তাদের চাকরির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারছিলেন না ডিসেম্বর মাস থেকে তাদের বেতন প্রদান বন্ধ করে দেন। এখনো কাগজপত্র দেখাতে না পারার জন্য ১৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর বেতন বন্ধ রয়েছে। এরা সকলে রানীসংকৈল ও দেবীগঞ্জ থানার শিক্ষক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ এই ১৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর বিরুদ্ধে আজো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।